দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 NOV 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা

সাতক্ষীরা ও নড়াইল জেলায় প্রাথমিক স্কুলগুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ২টি জেলায় ৬ হইতে ১০ বছর বয়স্ক লক্ষাধিক শিশু এখনও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায় নাই। ইহার উপর দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে।

খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

সাতক্ষীরা : প্রয়োজনের তুলনায় বিদ্যালয়, শিক্ষক, শ্রেণী কক্ষ ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে সাতক্ষীরা জেলায় "সবার জন্য শিক্ষা" কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, জেলায় ৬ হইতে ১০ বৎসরের বালক-বালিকার সংখ্যা ২ লক্ষ ৮ হাজার ৯২৫জন। এই শিশুদের মধ্যে ৬২৯টি সরকারী এবং ১৩০টি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলে ১,৬৭,৯৫৪ জন লেখাপড়া করিতেছে। বাকী ৪০,৯৭১ জন বিনা শিক্ষায় বাড়ীতে থাকে ও কাজ কর্ম করে। এইসব শিশুদের স্কুলে আনিতে হইলে বেসরকারী স্কুলগুলি সরকারীকরণ ছাড়াও ২০৪টি নূতন স্কুল নির্মাণ প্রয়োজন। অভিজ্ঞ মহলের মতে, শিশুর সংখ্যা অনুপাতে সদর থানা এলাকায় ৩৮টি, তালায় ২৫টি, শ্যামনগরে ১৯টি, আশাশুনীতে ২১টি, কালীগঞ্জে ৩৬টি, কলারোয়ায় ৪৯টি এবং দেবহাটা থানায় ১৬টি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয় নির্মাণ করা দরকার। এদিকে জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সবার জন্য শিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

৫৭ জন প্রধান শিক্ষক ও ৯১ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় পড়াশুনার মান তেমন উন্নত হইতেছে না। জেলার শতকরা ৭৫ ভাগ প্রাথমিক স্কুলগৃহ ভগ্ন-জরাজীর্ণ। শ্যামনগর থানার কাশিমাড়ী, ডুমুরিয়া গেমনতলী, হেতালখালি, ছোট কুপট, পদ্মপুকুর, কলবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন থানার কোন কোন বিদ্যালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আশাশুনী থানার ফকরাবাদ স্কুলের কোন ঘর না থাকায় একটি গোয়ালঘরে স্কুল বসে। তালা থানার জালালপুরের আটুলিয়া স্কুলে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক। ভারসাও কাশিয়াডাঙ্গা স্কুল গৃহ দুইটি ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে।

শতকরা ৮০ভাগ স্কুলে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরন নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পানি এবং প্রস্রাব পায়খানার ব্যবস্থা নাই ৫০ভাগ স্কুলে, কিছু সংখ্যক স্কুলে শিক্ষাদানের কোন পরিবেশ নাই।